দৈনিক ইনকিলাব

179

তারিখ ... DEC 20 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

আগামীকাল ঢা. বি. শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক রাজনীতি এখন তুঙ্গে

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ আগামীকাল (মঙ্গলবার) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি নির্বাচন। নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক সাদা দল এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। গত নির্বাচনে সাদা দল সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৭টি এবং নীল দল ৮টি পদে জয়লাভ করে। আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি এখন তুঙ্গে। শিক্ষকরা এখন নির্বাচনী প্রচারণা নিয়েই ব্যস্ত আছেন। শিক্ষকদের লাউঞ্জ, বিভাগ, অফিস কক্ষ, ক্লাব, বাসা সর্বত্রই চলছে প্রচার-প্রচারণা। নির্বাচনের প্রার্থীরা নিজের ও প্যানেলের পক্ষে জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন দিক থেকে আসন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্ষেত্রসহ শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও জাতীয় রাজনীতিতেও ভূমিকা রাখে। সেক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষকগণ তাদের বিবেচনাপ্রসূত রায়ের মাধ্যমে দেশের বিরাজমান শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেন। আসন্ন শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে স্বেচ্ছাচারিতা, নিয়মের বরখেলাপ ও সার্বিক কার্যক্রমে অনিয়ম ও দলীয়করণের বিষয়টিই প্রাধান্য পাচ্ছে। এছাড়া এ দেশের জাতীয় জীবনও আজ চরম বিপর্যস্ত। সর্বত্রই বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দলীয়করণ, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও দমন-পীড়নে দেশের জনগণ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাই বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও সরকারের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অনেক শিক্ষকই অসন্তোষ ব্যক্ত করে আসন্ন শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদা দলের পক্ষে রায় দিবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকের প্রতিবাদের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত শনিবার অনুষ্ঠিত ৪০তম সাধারণ সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করায় সে বিষয়টিও নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সাদা দলের শিক্ষকরা বেশ কয়েকদফা বিবৃতির মাধ্যমে অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গৃহীত কর্তৃপক্ষের এ বিতর্কিত সিদ্ধান্তটির প্রতিবাদ করে তা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছিলেন। তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দাবীতে অটল থাকলে অধিকাংশ শিক্ষকই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন রাজধানীতেও তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। সার্বিক পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের একটি বিরাট অংশ এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ওপর না খোশ হওয়ার ফলে তা নির্বাচনে সাদা দলের পক্ষে ভূমিকা রাখতে পারে।

এবারের নির্বাচনে সাদা দল তাদের মেনিফেস্টোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি ও দেশের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের রায় প্রত্যাশা করেছেন। পক্ষান্তরে নীল দল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ ১৯৭৩ সমুন্নত রাখা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করাসহ শিক্ষকদের পেশাগত, ভৌত সুবিধাদি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সভাপতি পদে সাদা দলের প্রার্থী হচ্ছেন মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে তার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা রয়েছে। পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান হিসেবেও ক্যাম্পাসে তার প্রভাব রয়েছে। সাধারণ সম্পাদক পদে সাদা দলের প্রার্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভগের সহযোগী প্রফেসর ফেরদৌস হোসেন গত নির্বাচনেও এই পদে জয়যুক্ত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যলয়ের তরুণ শিক্ষকসহ সর্বস্তরে তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। ফেরদৌস হোসেন নির্বাচনে জয়লাভ করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, গত এক বছরে প্রশাসনের সহযোগিতা না পাওয়ায় আমরা অনেক কাজই বাস্তবায়ন করতে পারিনি। তবে আমরা আন্তরিক চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষকদের স্বার্থে কাজ করেছি। এবারের নির্বাচনে আমরা জয়যুক্ত হলে দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাব। সভাপতি পদে নীল দলের প্রার্থী হচ্ছেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ আরআইএম আমিনুর রশীদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রাণরসায়ন বিভাগের প্রফেসর মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সাদা দলের অন্য প্রার্থীরা হচ্ছেন ঃ সহ-সভাপতি পদে ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডঃ আনোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক পদে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহযোগী প্রফেসর মাহমুদ ওসমান ইমাম।

এ সকল পদে নীল দলের প্রার্থীরা হচ্ছেন ঃ সহ-সভাপতি পদে ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর আব্দুল মান্নান চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ পদে অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর মোঃ আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী এবং যুগ্ম-সম্পাদক পদে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী প্রফেসর হাসিবুর রশীদ। এছাড়া ১০টি সদস্য পদে সাদা ও নীল দলের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষক সমিতির এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত শিক্ষকগণ তাদের ভোট প্রদান করবেন।